যুগান্তর

তারিখ ... 15 MAY 2018
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার

বাংলাদেশ উন্নয়নের অনুকরণীয় উদাহরণ

হাসানুজ্জামান সাকী, *বোস্টন (যুক্তরাষ্ট্র) থেকে*

অর্থনীতিসহ বিভিন্ন সেক্টরে বাংলাদেশের অভাবনীয় অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশকে উন্নয়নের অনুকরণীয় উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিদেশি বিশেজ্ঞরা। বাংলাদেশ কীভাবে এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে পারে এবং কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত করতে পারে সে সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন তারা। যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ রাইজিং' শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল— 'হাউ বাংলাদেশ ক্যান মেনটেইন ইটস মোমেন্টাম অব ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পটেনশিয়ালি একসেলারেট দ্য গ্রোথ'। এতে দেশি-বিদেশি বক্তারা বাংলাদেশ নিয়ে তাদের গবেষণা তুলে ধরেন।

শনিবার বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বৃহৎ এই একাডেমিক কনফারেন্স যৌথভাবে আয়োজন করে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনেডি স্কুলের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং বোস্টনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট (আইএসডিআই)।

সকাল ৯টায় শুরু হওয়া সেমিনারে প্রথমেই অতিথিদের স্বাগত জানান ইন্টারন্যাশনাল সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউটের পরিচালক ইকবাল ইউসুফ ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনেডি স্কুলের বেলফার সেন্টারের সিনিয়র ফেলো ইকবাল কাদির। স্বাগত বক্তৃতা করেন হার্ভার্ডের টাফটস ফ্লেচার স্কুলের ইন্সটিটিউট ফর বিজনেজ ইন দ্য গ্লোবাল কনটেক্সটের ফেলো নিকোলাস সুপ্লিভান। সেমিনারের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করেন তিনি। নিকোলাস সুপ্লিভান বলেন, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন সেক্টরে বাংলাদেশের অভাবনীয় অগ্রগতি বিস্ময়কর।

সেমিনারের উদ্বোধনী পর্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের সিনিয়র রিসার্স ফেলো ফ্রাঙ্ক নেফকি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার শুধু ভিয়েতনাম ও চীনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের রফতানি খাত, উৎপাদন সক্ষমতা বিশেষ করে গার্মেন্ট সেক্টরের অভাবনীয় বিকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে অনুকরণীয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নের মুখ্য সমন্বয়ক ও প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

বাংলাদেশ উন্নয়নের অনুকরণীয় উদাহরণ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

চেয়ারম্যান কাজী আমিনুল ইসলাম, গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খান, এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজর আনির চৌধুরী, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কমের সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদী, বাংলাদেশ ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জামালউদ্দিন আহমেদ, আইএফসির প্রতিনিধি মিরা নারায়নাসস্বামী, মাইক্রোসফট বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সোনিয়া বশির কবীর, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের আনিকা চৌধুরী প্রমুখ। সেমিনারটিকে ৬টি প্যানেলে ভাগ করা হয়। সেমিনারে আরও অংশ নেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের ইকোনমিক মিনিস্টার ইকবাল আবদুল্লাহ হারুন, কাউন্সিলর সঞ্চিতা হক, ফার্স্ট সেক্রেটারি (প্রেস) নুর এলাহী মিনা, ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকোনমিক মিনিস্টার মো. শাহাবুদ্দিন পাটোয়ারী, হাওয়াইয়ে হনুলুলুর অনারারি কনসাল জেনারেল এম জান রুমী প্রমুখ। সেমিনারে সহযোগিতা করে বাংলাদেশের সামিট গ্রুপ, ম্যাক্স গ্রুপ, মেঘনা গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপ, জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি, এনার্জিপ্যাক বাংলাদেশ ও আবদুল মোনেম ইকোনমিক জোন।